দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উদ্বোধন

(শেষ পাতার পর)

মানবসম্পদ গঠন এবং সুশিক্ষিত, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এরই ধারাবাহিকতায়, জ্ঞান, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, নেতৃত্বগুণ ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল খুলনা (এমসিএসকে)-এর আদলে মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল ফরিদপুর (এমসিএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একইসঙ্গে রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক, মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ রাজবাড়ী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুইটি এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সামগ্রিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানসমূহে সেনাবাহিনীর এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল; জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, ৫৫ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, যশোর এরিয়া; সেনাসদর ও সংশ্লিষ্ট এরিয়ার উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন পর্যায়ের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ; স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দসহ আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শুধু অবকাঠামো নয়, শিক্ষার

(শেষ পাতার পর)

'আমাকে গতানুগতিক ধারার রাজনৈতিক কর্মী বা এমপি হিসেবে দেখবেন না। উন্নয়ন বলতে আমি শুধু ভবন বুঝি না। যদি প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো ফলাফল ও মানসম্মত শিক্ষার্থী বের হতে না পারে, তবে চারতলা ভবন দিয়ে কী হবে?' এ সময় দুর্গাপুর ও কলমাকান্দার কয়েকটি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক খারাপ ফলাফলে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষকদের সমন্বিত আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেন। শিক্ষার্থীদের মানবিক গুণাবলিতে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ডেপুটি স্পিকার জাপানের শিক্ষাব্যবস্থার উদাহরণ উল্লেখ করেন। সেখানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বদলে মানবিক মূল্যবোধ শেখানো হয় উল্লেখ করে তিনি শিক্ষকদের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার অনুরোধ জানান। এছাড়া কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার নেই বললেই চলে। নারী শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি জানান, সাধারণ শাখায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ২৮ জনের মধ্যে ২১ জনই নারী শিক্ষার্থী।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এই অঞ্চল থেকেই ভবিষ্যতে দেশের সর্বোচ্চ পদে দায়িত্ব পালনের মতো যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি হবে। দেশের সকল স্তরের প্রাথমিক শিক্ষা মনিটরিংয়ের আওতায় আসছেদেশের সকল স্তরের প্রাথমিক শিক্ষা মনিটরিংয়ের আওতায় আসছে। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে তিনি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের 'হাউ মাচ ল্যান্ড ডাজ অ্যা মেন নিড' বইটি উপহার দেন। দুর্গাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আহমেদ সাদাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেত্রকোনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মুন মুন জাহান লিজা। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়।

নলডাঙ্গা কি শুধুই

(শেষ পাতার পর)

শিক্ষা, বাজার ব্যবস্থাপনা, জলসম্পদ, যোগাযোগ ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডেও সংশ্লিষ্ট পরিবারের ভূমিকা থাকতে পারত। নলডাঙ্গা নিয়ে সোহাগের একটি গবেষণাপত্র এসএসআরএনে কর্মপত্র হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এর শিরোনাম Reassessing Regional Authority in Mughal Bengal: A Spatial, Legal, and Historiographical Analysis of the Naldanga Estate within Mahmudshahi Pargana| গবেষণাপত্রটির এসএসআরএন অ্যাবস্ট্রাক্ট নম্বর ৬৫৩৯০৩৮। এতে নলডাঙ্গা এস্টেটের স্থানিক বিন্যাস, আইনগত অবস্থান, ঐতিহাসিক পরিচয় এবং মহামুদশাহী পরগনার সঙ্গে এর সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক সার্বভৌমত্বের দাবি না তুলে প্রতিষ্ঠানটিকে বহুমাত্রিক স্থানীয় ক্ষমতার একটি উদাহরণ হিসেবে দেখার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।

পরে গবেষণাটি আরও বিস্তৃত ও পরিমার্জিত করেন সোহাগ। নতুন পাণ্ডুলিপির শিরোনাম Regional Authority and Layered Governance in Mughal and Early Colonial Bengal: A Microhistorical Reassessment of the Naldanga Estate।

পরিমার্জিত পাণ্ডুলিপিতে 'মধ্যবর্তী আঞ্চলিক কর্তৃত্ব' ও 'স্তরভিত্তিক শাসনব্যবস্থা'ঊএই দুটি ধারণা গুরুত্ব পেয়েছে। উচ্চতর রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে থেকেও কোনো ভূসম্পত্তি ও শাসক পরিবার স্থানীয় সমাজে কীভাবে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও প্রতীকী প্রভাব বিস্তার করত, সেটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা রয়েছে এতে।

গবেষণার প্রধান স্থানীয় উৎস হিসেবে সোহাগ ব্যবহার করেছেন ১৯১১ সালে প্রকাশিত অ্যামভিকাচরণ মুখুরজির ঘধযফধহমধ ধহফ ঃযব ঘধযফধহমধ জধল ঋধসরষু গ্রন্থ। পাশাপাশি ঔপনিবেশিক জেলা প্রতিবেদন এবং মুঘল ও ব্রিটিশ আমলের কৃষি, রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন কাজ পর্যালোচনা করেছেন তিনি। তবে স্থানীয় ইতিহাসগ্রন্থ বা পারিবারিক বিবরণে থাকা সব বক্তব্যকে সরাসরি প্রামাণ্য তথ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। বংশপরম্পরা, উপাধি, ভূমির অধিকার, সামরিক সক্ষমতা ও রাজনৈতিক মর্যাদাসংক্রান্ত দাবি মূল্যায়নে তিনি সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন। পারিবারিক স্মৃতি, স্থানীয় ঐতিহ্য, সমকালীন পর্যবেক্ষণ ও নথিনির্ভর তথ্যকে আলাদাভাবে বিচার করার চেষ্টা রয়েছে তাঁর কাজে। সোহাগ মনে করেন, স্থানীয় ইতিহাসের উৎস মূল্যবান। তবে সেগুলোকে বৃহত্তর সময়, সমাজ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হয়। নলডাঙ্গা এস্টেটের বসতি, রাজবাড়ি, মন্দির, জলাশয়, বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দাতব্য উদ্যোগ ও যোগাযোগব্যবস্থাও তাঁর অনুসন্ধানে স্থান পেয়েছে। এসব স্থাপনা ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে স্থানীয় ক্ষমতার বাস্তব প্রয়োগ বোঝার চেষ্টা করেছেন তিনি। সোহাগ বলেন, "শুধু প্রচলিত নাম বা প্রতিষ্ঠিত বর্ণনার ওপর নির্ভর করলে অনেক সময় কোনো স্থানের প্রকৃত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক গুরুত্ব আড়ালে থেকে যায়। একটি স্থাপনাকে 'রাজবাড়ি' বলা হচ্ছে, অথচ একই ধরনের বা তুলনামূলক গুরুত্বের অন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে শুধু 'জমিদারবাড়ি' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।" উদাহরণ হিসেবে নাটোর ও নলডাঙ্গার প্রচলিত পরিচয়ের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন তিনি। সোহাগ বলেন, "নাটোরকে সাধারণভাবে রাজবাড়ি বলা হলেও নলডাঙ্গাকে প্রায়ই জমিদারবাড়ি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এই শ্রেণিবিভাগ কোন ঐতিহাসিক ও প্রশাসনিক ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে, তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। দলিল, রাজস্ব-সম্পর্ক, স্থানীয় শাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকার আলোকে দেখতে হবেঃপ্রচলিত পরিচয়টি ইতিহাসের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।" তবে নলডাঙ্গাকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এই বিষয়ে নিজের অবস্থানও স্পষ্ট করেছেন সোহাগ। তিনি বলেন, "আমি কোনো স্থানকে অতিরঞ্জিতভাবে রাজ্য বা স্বাধীন শাসনকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই না। প্রচলিত পরিচয়ের আড়ালে থাকা ঐতিহাসিক জটিলতা অনুসন্ধান করাই আমার লক্ষ্য।"সোহাগের মতে, 'রাজবাড়ি', 'জমিদারবাড়ি', 'এস্টেট' কিংবা 'আঞ্চলিক কর্তৃত্ব'ঊএসব পরিভাষা কেবল লোকমুখে প্রচলিত ধারণা বা পরবর্তী প্রশাসনিক অভ্যাসের ভিত্তিতে ব্যবহার করা উচিত নয়। একটি প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব-সম্পর্ক, স্থানীয় প্রশাসনে ভূমিকা, স্থাপত্য, পৃষ্ঠপোষকতা ও সামাজিক প্রভাব একসঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। তবেই তার অবস্থান সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা পাওয়া সম্ভব।

ইউরিয়া সারের 'কৃত্রিম

(শেষ পাতার পর)

নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে ক্ষুব্ধ কৃষকদের অনেকে সারের বস্তা ফেরত দিয়ে যান। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত লুট হওয়া সব বস্তা ফেরত পাননি বলে দাবি করেছেন ডিলার।

ডিলার পয়েন্টে সার নিতে গিয়ে খালি হাতে ফেরত যাওয়া কয়েকজন কৃষকের অভিযোগ, কয়েক দিন ধরে সারের জন্য ঘুরছিলেন তাঁরা, কিন্তু পাচ্ছিলেন না। ইউনিয়নের বরাদ্দ সারের অর্ধেক খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেন ডিলার। ফলে, চাহিদামতো তাঁরা সার পান না। শুধু তা-ই নয়, ১ হাজার ৩০০ টাকা দামের সারের বস্তা ১ হাজার ৮০০ থেকে ১ হাজার ৯০০ টাকায় বিক্রি করা হয়। ফলে, সারের কৃত্রিম এই সংকটের কারণে সার পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে এবং ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে দাবি করেন ক্ষুব্ধ কৃষকেরা। মেসার্স শাহ আমানত এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী তাইফুর রহমান মুকুল বলেন, 'দুপুরে সার বিতরণের প্রস্তুতি চলছিল। এ সময় কয়েকজন ব্যক্তি এসে আমাকে অবরুদ্ধ করে। ডিলার পয়েন্টের বেড়া ভেঙে প্রায় ২০০ বস্তা ইউরিয়া ও এমওপি (মিউরেট অব পটাশ) সার নিয়ে যায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পেতে হচ্ছিল।' উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল জব্বার বলেন, ১৯৭ বস্তা সার লুটের ঘটনা ঘটেছে। সারসংকট ও সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির অভিযোগ সঠিক নয়। যে ইউনিয়নে লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে, সেখানে সারের কোনো সংকট নেই। লুট হওয়া সার উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। তবে কৃষি কর্মকর্তার দাবির বিপরীত চিত্র উঠে এসেছে উপজেলা প্রশাসনের অভিযানে। আজ সার লুটের ঘটনার পর ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অমৃত দেব নাথ। অভিযানে কৃষক ছাড়া খুচরা বিক্রেতাদের কাছে সার বিক্রি নিয়ে অভিযোগের সত্যতা পান তিনি। এমন অভিযোগে উপজেলার শিলখুড়ি ইউনিয়নের পাগলাহাট এলাকায় এক ডিলারকে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ইউএনও বলেন, 'আমরা অভিযানে বের হয়েছি। কৃষকদের অভিযোগগুলো গুরুত্ব দিয়ে ডিলার পয়েন্ট ও খুচরা বাজারে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।'

ভুরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন বলেন, শিলখুড়ি ইউনিয়নে বিতরণকালে ১৯৭ বস্তা সার লুটের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পর্যাপ্ত পরিমাণে সার পাবে নাড়এমন আশঙ্কায় সার নিতে আসা ব্যক্তিরা লুটপাট চালিয়ে সারের বস্তা নিয়ে যান। বিকেল পর্যন্ত লুট হওয়া সারের ৫৮ বস্তা ফেরত পাওয়া গেছে। লুট হওয়া সার ফেরত পাওয়া না গেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে তিন

(শেষ পাতার পর)

পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল ও শক্তিশালী করা হবে। প্রথম ধাপ 'রিকভারি'র মূল লক্ষ্য জমে থাকা সংকট মোকাবিলা, তারল্যসংকট দূরীকরণ এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। সরকারের রাজস্ব ও মুদ্রানীতির সমন্বয়ের ফলে ইতোমধ্যে ইতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান। গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত রাজস্ব আয় ১২ শতাংশ বেড়েছে, যা আগের বছর ছিল মাত্র ২ শতাংশ। করের আওতা বৃদ্ধি, কর ফাঁকি রোধ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, প্রবাস আয় বৃদ্ধি এবং সুদের হার কমে আসাকে তিনি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের সুবাতাস হিসেবে আখ্যা দেন।

দ্বিতীয় পর্যায় 'রেস্টোরেশন'-এর মূল উদ্দেশ্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান পুনরুজ্জীবিত করা। এর আওতায় ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে 'ট্রেস অ্যান্ড ট্র্যাক' পদ্ধতি চালু এবং বাংলাদেশকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, উপসাগরীয় অঞ্চল এবং পূর্ব এশিয়া থেকে বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ঋণনির্ভর প্রকল্প পরিহার করে কৃষি, ইলেকট্রনিকস, ওষুধ, চামড়া ও হালকা প্রকৌশল খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। তৃতীয় ধাপ 'রিকনস্ট্রাকশন ফর অ্যাকসিলারেশন'-এ অর্জিত সাফল্য টেকসই করতে দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করা হবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বড় পরিবর্তনের অংশ হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ ও নেট মিটারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের কেবল গ্রাহক নয়, বরং শক্তিসম্পদ উৎপাদক হিসেবে রূপান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে। ড. তিতুমীর উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের ইতিহাস থেকেই শিক্ষা নিয়ে কৌশলগত নীতির মাধ্যমে বর্তমান দুর্বলতাকে শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। সরকারের প্রথম ১৮০ দিন ছিল সংকট ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক পদচিহ্ন। চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে একটি স্থিতিশীল, উৎপাদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির ধারায় পৌঁছে দেওয়া। তিনি বলেন, 'রিকভারি, রেস্টোরেশন ও রিকনস্ট্রাকশন ফর অ্যাকসিলারেশন' এই তিন ধাপের কাঠামো মূলত হারানো অবস্থান পুনরুদ্ধার, অর্থনীতির গতি ফিরিয়ে আনা এবং দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তোলার একটি রূপরেখা।

মালয়েশিয়ায় কলিং ভিসা

(শেষ পাতার পর)

লাইসেন্সের অধীনে বিএমইটির ছাড়পত্র নেওয়ার সুযোগ থাকবে। এতে শ্রমিক পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজতরও হবে এবং সকল এজেন্সি অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। মালয়েশিয়া যেতে ইচ্ছুক শ্রমিকরা জানান, মালয়েশিয়ায় অধিক মজুরী ও কাজের পরিবেশ ভালো এবং এখন সহজেই শ্রমিকরা যেতে পারবেন। এতে দেশের রেমিট্যান্স আসার পরিমানও আশানুরূপ বৃদ্ধি পাবে। নতুন করে কলিং ভিসা চালুর খবরে সবার মধ্যে আনন্দ ও উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

২০২২ থেকে ২০২৪ সালের ৩১ মে পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৪ লাখ ৮০ হাজার শ্রমিক মালয়েশিয়ায় পাঠানো হয়। এর আগে ২০২৪ সালের ৩১ মে বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যায়। পরদিন ১ জুন থেকে নতুন করে বিদেশি কর্মী প্রবেশের সুযোগও বন্ধ করে দেয় দেশটি। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের জন্য ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করেছে মালয়েশিয়ার বিদেশি কর্মী নিয়োগ প্ল্যাটফর্ম ফরেন ওয়ার্কার্স সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এফডব্লিউসিএমএস)। শুক্রবার (২১ আগস্ট) প্রকাশিত তালিকাটি ঘিরে বাংলাদেশি কর্মীদের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। কবে থেকে এবং কী প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ শুরু হবে, সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানায়নি মালয়েশিয়া সরকার। এদিকে মালয়েশিয়ায় যখনই শ্রমবাজার খোলে তখন ব্যবসায়ীদের একটি গ্রুপ অন্যদেশকে সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা ভ্রমণ ভিসায় অবৈধভাবে লোক পাঠানোর উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। তারা সাংবাদিক সম্মেলন, মানববন্ধন, মন্ত্রণালয় ঘেরাও, বিভিন্ন ধরনের বিবৃতি ও অভিযোগ দিয়ে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারকে বাঁধাগ্রস্ত করছে। তারা শ্রমবাজারকে ঘিরে নানান ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে।

রাজধানীর নয়াপল্টনের ম্যানপাওয়ার ব্যবসায়ী নাজিম উদ্দিন বলেন, 'সৌদি আরবের পর বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ শ্রমবাজার মালয়েশিয়ায়। বিশ্বের অন্য দেশে ভাষা জানা ও দক্ষতা ছাড়া শ্রমিক নেয় না এদিক থেকে মালয়েশিয়া ব্যতিক্রম। তারা দক্ষ-অদক্ষ দু'ধরনের শ্রমিকই নেয়। ভাষা জানার প্রয়োজনও হয় না। আর সেখানে নুন্যতম মজুরী ১৭০০ রিঙ্গিত। আছে ওভারটাইম সুবিধা। তাছাড়া ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে মালয়েশিয়ার মিল রয়েছে। ফলে সহজেই শ্রমিকরা মালয়েশিয়া যেতে পারে এবং উচ্চ বেতন পায়। তাই বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য ভালো জায়গা মালয়েশিয়া।' দুই বছরের বেশি সময় বাজারটি বন্ধ ছিল। এখন প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক চেষ্টা এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টার ঐকান্তিক চেষ্টায় এই বাজারটি খোলা সম্ভব হওয়ায় তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন নাজিম উদ্দিন।

কাকরাইলের ব্যবসায়ী শফি উদ্দিন বলেন, 'ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের পর থেকে মধ্য প্রাচ্যের শ্রমবাজার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক শ্রমিক ফিরে আসছে। এসময় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্ত হওয়া খুবই খুশির সংবাদ। আমরা আশা করছি শ্রমিকরা স্বল্প খরচে নিরাপদে মালয়েশিয়া যেতে পারবে। আর নিজে কাজ আনা ও নিজ প্রতিষ্ঠানের নামে বিএমইটি ছাড়পত্র নেওয়ার সুযোগ তৈরি হওয়ায় ব্যবসায়ীদের মধ্যেও স্বস্তি এসেছে।' তিনি আরও বলেন, যখনই মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখনই একটি চক্র এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ওই চক্রটি মূলত কাউন্টার সেটিংসহ বিভিন্ন অবৈধ পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় লোক পাচার করে। বৈধভাবে শ্রমিক গেলে এই চক্রটির অবৈধ কারবার বন্ধ হয়ে যাবে; তাই তারা বৈধভাবে শ্রমিক নেওয়ার বিরোধিতা করছে। সরকারের উচিত এই অসাধু চক্রকে শক্তহাতে দমন করা।

নোয়াখালী চাটখিলের বাসিন্দা বিদেশ যেতে ইচ্ছুক মহিউদ্দিন রিংকু বলেন, 'আমার খালাতো ভাই ২০২৪ সালে মালয়েশিয়া গিয়েছেন। তিনি ভালো প্রতিষ্ঠানে ভালো বেতনে চাকরি করছেন। আমিও অনেক দিন থেকে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছি। দীর্ঘ দিন অপেক্ষায় ছিলা মালয়েশিয়ার কলিং ভিসা কখন খুলবে। আলহামদুলিল্লাহ কলিং ভিসা চালুর ঘোষণা এসেছে। আশা করছি অল্প খরচে এবার যেতে পারবো। একই বক্তব্য জানালেন পাবনার চাটমোহর এলাকার পারভেস আলম। তিনি বলেন, আমি ২০২৪ সালে চেষ্টা করে যেতে পারিনি। অপেক্ষায় ছিলাম কখন মালয়েশিয়ার কলিং ভিসা চালু হবে। এখন চালু হয়েছে। এজন্য সবাইকে ধন্যবাদ।'

গত শুক্রবার এফডব্লিউসিএমএসের প্রকাশিত তালিকায় থাকা ২৫টি এজেন্সির নাম রয়েছে। এজেন্সিগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ ওয়ান ওভারসিজ লিমিটেড, বেঙ্গল হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট, জেনারেল ট্রেডিং কোম্পানি, মেসার্স ইউনাইটেড গালফ সার্ভিসেস, অ্যানেসা এয়ার ইন্টারন্যাশনাল, আত-তাকওয়া ওভারসিজ লিমিটেড, আর্থ-স্মার্ট বাংলাদেশ লিমিটেড, খান জাহান আলী ওভারসিজ, মেসার্স আল-শোতুপ ওভারসিজ, মাদারল্যান্ড ওভারসিজ লিমিটেড, রিফা ইন্টারন্যাশনাল, ভেলি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, এ-প্লাস ইন্টারন্যাশনাল, আল-হায়াত ওভারসিজ, ভালুকা ওভারসিজ, ব্রাদার্স ট্রেডিং অ্যান্ড কন্ট্রাক্টিং লিমিটেড, চাঁদপুর ইন্টারন্যাশনাল, কান্ট্রি এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি, গুডনেস সার্ভিসেস লিমিটেড, জুয়েল রিঙ্কু এন্টারপ্রাইজ, মেসার্স সাতক্ষীরা ইন্টারন্যাশনাল, ম্যান গ্রোভ ক্যারিয়ার লিঙ্ক, নেবারস অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড, তানিয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল এবং অ্যাঙ্কর কেয়ার গ্লোবাল মাইগ্রেশন।এছাড়াও এফডব্লিউসিএমএস ৪০টি মেডিকেল সেন্টারের তালিকা প্রকাশ করেছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দায়িত্ব নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের তৎকালীন প্রবাসীকল্যাণ উপদেষ্টা আসিফ নজরুলও মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার পুনরায় চালুর বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেন। তবে এসব উদ্যোগের পরও বাজারটি চালু হয়নি। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম বিদেশ সফরে মালয়েশিয়া যান তারেক রহমান। তাঁর সফরকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য দেশটির শ্রমবাজার পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়ে নতুন করে আশাবাদ তৈরি হয়। সফরের পর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আরও জোরালো হয়। পরে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী মালয়েশিয়া সফর করে বিষয়টি চূড়ান্ত করেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, 'বায়রা সদস্যভুক্ত সকল এজেন্সি যেন কাজ পায়, সরকারের পক্ষ থেকে সেই চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি সকল এজেন্সি কাজ করার সুযোগ পাবে। আর আমরা চেষ্টা করছি স্বল্প খরচে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে। আশাকরি শ্রমিকরা কম খরচে মালয়েশিয়া যেতে পারবেন।'

'মাছের উৎপাদন বাড়াতে হবে,

(শেষ পাতার পর)

গতকাল রোববার রাজধানীর বনানীর হোটেল সারিনায় ফিশটেক বিডি লিমিটেড আয়োজিত 'অ্যাকুয়াকালচার নলেজ ডে-২০২৬' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশে খাদ্য উৎপাদনে বড় ধরনের ঘাটতি নেই। তবে গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন এখন বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনীতিকে আরও এগিয়ে নিতে চাইলে মানসম্মত কৃষিপণ্য উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করা সম্ভব হলে দেশের অর্থনীতিও দীর্ঘমেয়াদে শক্তিশালী হবে। কৃষিতে উৎপাদন বাড়ানোর প্রধান দুটি লক্ষ্য হলো দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অবস্থান তৈরি করা। গবেষকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, অ্যান্টিবায়োটিক ও ভ্যাকসিনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দিকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষ এখন নিরাপদ, সুন্দর ও মানসম্পন্ন খাদ্য চায়। খাদ্য উৎপাদনে এমন কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না, যা মানুষের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

তিনি বলেন, কৃষিমন্ত্রী হিসেবে মাটি, পানি, আলো-বাতাস ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর পেস্টিসাইডের ব্যবহার থেকে বেরিয়ে আসতে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে সরকার ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। মাটি ও পানি দূষণ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো বিকল্প নেই।

মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেন, দেশের মাটি ও পানিতে হেভি মেটালের উপস্থিতি উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। পানিতে লেড ও আর্সেনিকের মতো ক্ষতিকর উপাদান পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি চালেও হেভি মেটালের উপস্থিতির বিষয়টি সামনে এসেছে। এসব উপাদান মাটি, ভূগর্ভস্থ পানি, সার নাকি পেস্টিসাইড থেকে আসছে, তা চিহ্নিত করতে সরকার গবেষণা শুরু করেছে।

ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, দেশের পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। তাই নদীর মিঠাপানি সেচকাজে ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন কমানো বা বন্ধ করা যায় কি না, তা নিয়ে ভাবতে হবে। মন্ত্রী বলেন, সরকারের লক্ষ্য শুধু চাকরি সৃষ্টি করা নয়; কৃষি বিষয়ে পড়াশোনা করা তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে স